গল্পগুলো

ভালোলাগার

Scanned with CamScanner

গল্পগুলো ভালোলাগার

আয়ান আরবিন

সম্পাদক

ছানা উল্লাহ সিরাজী সম্পাদিত

আয়ান
প্রকাশন

Scanned with CamScanner

গল্পগুলো *ভালোলাগার*

আয়ান আরবিন

সম্পাদক

ছানা উল্লাহ সিরাজী

প্রথম প্রকাশ

মার্চ ২০২০

গ্রন্থস্বত্ব

আয়ান টিম

প্রকাশনায়

আয়ান প্রকাশন

পরিবেশনায়

মাকতাবাতুন নূর

ইসলামী টাওয়ার (২য় তলা)

০১৯৭১-৯৬০০৭১

পৃষ্ঠাসজ্জা

মো. মুমিনুল ইসলাম

মূল্য ২০০ [দু'শত] টাকা মাত্র

অনলাইন পরিবেশক

আয়ান প্রকাশনের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান

রকমারি, নিয়ামাহশপ, ওয়াফীলাইফ, খিদমাহশপ

মোল্লারবই, আহবাব, বইবিচিত্রা, কুড়েঘর

Scanned with CamScanner

লেখকের কথা

সমস্ত প্রসংশা আল্লাহ তা'আলার যিনি আমাকে কলম হাতে নেওয়ার সাহস যুগিয়েছেন।

গল্প পড়তে কে না ভালবাসে! ছোট হোক বা বড়; গল্পের প্রতি সবারই একটি অন্য রকম অনুভূতি থাকে কারন গল্পই মানুষের জীবনের কথা তুলে ধরে। গল্পই জীবনের মোড়কে পাল্টে দেওয়ার সুযোগ করে দেয়। মানুষ জীবনে কত স্বপ্নই না দেখে, হৃদয়ে কত স্বপ্নই না আঁকে। জীবন বদলানোর স্বপ্ন, রঙ্গিন দিনের স্বপ্ন, অনন্ত পথ পাড়ি দেওয়ার স্বপ্ন।

মানুষের এই লালিত স্বপ্নগুলো কখনো বাস্তবায়িত হয় আবার কখনো কাঁচের মত ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। মানুষ জীবনকে কল্পনার মত করে সাজাতে চায়। কেউ জীবনকে কাল্পনিকভাবে সাজাতে সক্ষম হয় আবার কেউ হয় না।

এমন কিছু বাস্তব ও অবাস্তব গল্প এবং ইতিহাসের পাতা থেকে কুড়িয়ে এনে জীবনকে সুন্দর করে সাজানো যায় এমন কিছু গল্প এনে সমৃদ্ধ করা হয়েছে "গল্পগুলো ভালোলাগার" বইটিতে আশাকরি বইটি পড়ে পাঠকের মন ছুঁয়ে যাবে ইনশাল্লাহ!!!

দোয়ার মোহতাজ
আয়ান আরবিন
১৫/৩/২০২০

Scanned with CamScanner

অর্পণ

আমার জীবনকে যারা এত সুন্দর করে সাজিয়েছেন
বিশেষ করে আমার বাবা-মা
আল্লাহ তা'আলা যেন আমার বাবা-মাকে নেক
হায়াত দান করেন।

আমীন!!!

-লেখক

Scanned with CamScanner

গল্পক্রম

খাইরু মাতা-গুণাইবিবি!! – ৮
তাবিজ নামের অলংকারটি – ১৪
ফিরে তাকালো না – ২২
পুরস্কার – ৩২
আল্লাহ যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন – ৩৭
নওমুসলিমাহ – ৩৯
তালহা'র রোজা রাখা – ৪৩
এমন হাসি কখনো দেখেনি – ৪৮
বাবা আমার প্রমোশন হয়েছে – ৫৪
জীবনটা তো আর জান্নাত না – ৫৭
অপ্রত্যাশিত – ৬৫
গুড কোয়েস্চন নাকি লেইম – ৬৭
মুসলিম, তোমরা যারা হোলি খেলো – ৭৩
জুতাটা কেউ কিনবেন? – ৭৮
বিনয়ের বিরল দৃষ্টান্ত – ৮১
আবুবকর রাযি. – ৮৩
মুশরিকদের যেখানেই পাও, হত্যা করো – ৮৫
প্রশান্তি – ৯৩
খুনির তওবা ও জান্নাত – ১০২
হৃদয়বিদারক কান্না – ১০৪
ইমাম গাযালী রহ. – ১০৬
আত্মমূল্যায়ণ – ১০৮
বাস্তব অভিজ্ঞতা – ১১০
পাখি ও মৌমাছি – ১১২
সবার উপরে আল্লাহর আইন – ১১৩
বাগদাদের একটি মেয়ের গল্প – ১১৪
সাহসের এক অনন্য কাহিনী – ১১৬
ইসলাম গ্রহণের পূর্বে – ১১৯
নিজেকে শুধরে নিন – ১২৯

Scanned with CamScanner

খাইরু মাত্য-গুণাইবিবি!!

গতকাল ফেনিতে ওলামা বাজার হযরতের জানাযায় গেলাম। রীতিমতো অসাধ্য সাধন করেই ঢাকা থেকে সোজা ওলামাবাজার পৌঁছেছি। অপেক্ষা করছি। কোথাও বসার জায়গা নেই। তাই দাঁড়িয়ে আছি। রাস্তার ওপর। তখন আরেকজন হুজুরের কথা মনে পড়ল। তিনি গতবছর মারা গেছেন। এই মুহূর্তে তার নামটা মনে আসছে না। না আসুক। নাম নয় কামটাই জরুরি। সে-হুজুরের কিছু কথা বলা যাক।

ওয়াজ শুনতে বসেছি। গ্রাম-বাঙলার ঐতিহ্যবাহী শীতকালীন ওয়াজ। নিচে শুকনো খড় বিছানো। মাথার ওপর শামিয়ানা। বাঁশের খুঁটিতে ছোট্ট বোর্ডে লেখা, মনোযোগ সহকারে ওয়াজ শ্রবন করুন।

মাহফিলের পবিত্রতা রক্ষা করুন। মুকাব্বির। হালাল রিযিক ভক্ষণ করুন। পর্দা মেনে চলুন। এমনি আরও নানা বক্তব্য। আমার একটা শখ হলো, ওয়াজ শুনতে গিয়ে এসব বক্তব্যগুলো আগে পড়া। হাতের কাজগুলো লক্ষ্য করা। কোনটার আর্ট কেমন হয়েছে সেটা তুলনা করা। এবার কোন বোর্ডটা নতুন করে লেখা হয়েছে, সেই মান্ধাতা আমলে লেখা হয়েছে কোনটা, সেটা বের করা। এটা না করলে, মনে হয় ওয়াজ শুনতে আসাটা পূর্ণতা পেল না। চালতা-জলপাই-আলুসেদ্ধ-এর কথা বলতে গেলে রাত পোহাবে। সেটা আরেক দিনের জনে তোলা থাক!

ওয়াজ শুরু হলো। এরই মধ্যে দুইটা অধিবেশন হয়ে গেছে। এখন ইশার পর। গুরুত্বপূর্ণ কোনো হুজুর এখন বসবেন। আমরা অধীর হয়ে অপেক্ষা করছি। এরই মধ্যে উপরের শামিয়ানা ভিজে চুইয়ে চুইয়ে টুপটুপ

Scanned with CamScanner

শিশির ঝরতে শুরু করেছে। অবসান ঘটলো প্রতীক্ষার। একজন সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ এলেন। আগে তাকে কখনো দেখিনি। তার কথা শোনার সৌভাগ্যও হয়নি। তাই আগে থেকে ধারনা করতে পারছিলাম না, তিনি কেমন কথা বলবেন।

আমাদের গ্রামের ওয়াজ মাহফিলগুলোতে, এ ধরনের হুজুরগণ সাধারণত আখেরাত, আত্মশুদ্ধি, পির-মুরিদী ইত্যাদি বিষয় নিয়েই কথা বলেন। এতে মানুষের ওপর বেশ ভালো প্রভাবও পড়ে। ওয়াজ শুরু করলেন। হাদিস পড়লেন,

দুনিয়ার সেরা সম্পদ হলো উত্তম স্ত্রী।

হুজুর হাদিসের সামান্য ব্যাখ্যা করেই, ব্যক্তিগত স্মৃতিতে চলে গেলেন। ওয়াজ করলেন অল্পসময়। এরমধ্যে তার কিছু জীবনদর্শনও জানা হয়ে গেল। বাড়ি এসে হুজুরের ওয়াজের কথা বললাম।

-ওমা তাই নাকি! এমন মানুষের সাথে তো একবার দেখা করা জরুরি! তাহলে আমিও শিখতে পারতাম অনেক কিছু! নিয়ে যাবেন?

-সুযোগ থাকলে অবশ্যই নিয়ে যেতাম। তুমি হুজুরনীর কাছ থেকে শিখতে। আমি হুজুরের কাছ থেকে!

হুজুরের কথায় ফিরে আসা যাক। হুজুর অবশ্য খাঁটি চোস্ত ফেনির ভাষাতেই ওয়াজ করেন। কথা বলেন। কোনো রকমের মিশেল দেয়া ছাড়াই। তার পুরো কথায়, একটাও ফেনির আঞ্চলিক ভাষার বাইরের শব্দ উচ্চারণ করতে দেখিনি। একেবারে গ্রামীন। মাটির মানুষ। যাবতীয় আধুনিকতার ছোঁয়ামুক্ত।

(এক)

শীতকাল এলে বিভিন্ন মাদরাসায় ওয়াজে যেতে হয়। দূর-দূরান্তে। অনেক সময় ফিরতে ফিরতে রাত গভীর হয়ে যায়। যিকির করতে করতে চলে আসি। এসেই দেখি হাতমুখ ধোয়ার জন্যে প্রস্তুত! আমি অবাক!

-এতক্ষণ তো চুলা গরম থাকার কথা নয়?

Scanned with CamScanner

-হিয়ান আন্নে বুইজতেন্ন! মন গরম থাইকলে, হানিও গরম রাখন যায়!

-কেন্নে গরম রাইখ্‌স এক্কান ক-না!

-আপনি বলেছিলেন রাত গভীর হয়ে যাবে। তাই পানিটা গরম করে, ন্যাকড়া পেঁচিয়ে, কুঁড়ার বস্তার মধ্যে ঢুকিয়ে রেখেছি। তারপর কাঁথা দিয়ে ভাল করে ঢেকে দিয়েছি। আমি নানুর কাছে শিখেছি এটা। নানুকেও দেখেছি নানার জন্যে এভাবে পানি গরম রাখতেন। নানা মাদরাসা থেকে হেঁটে হেঁটে ফিরতে অনেক রাত হয়ে যেত!

(দুই)

মাদরাসার ধান তুলতে গিয়েছি। প্রায় দশ কিলোমিটার দূরের চর এলাকায়। সারাদিনের ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে আসছিল। ঘরে এসে বসতে না বসতেই জগে করে ঠান্ডা ডাবের পানি নিয়ে উনি হাজির। বিস্ময়ভরা প্রশ্ন মুখ দিয়ে অজান্তেই বেরিয়ে গেল,

-এত ঠান্ডা ডাব কোথায় পেলে?

-পুকুরের কাঁদার মধ্যে পুঁতে ইট চাপা দিয়ে রেখেছিলাম।

(তিন)

মাদরাসার কাজে যতদূরেই যেতাম! পইপই করে বলে দিতেন, যেন ফিরে আসি। এমনও হয়েছে, ঢাকা গিয়েছি। কাজ শেষ হয়নি। আরেকদিনের কাজ বাকি থেকে গেছে। 'উনার' কতামতো চলে এসেছি। পরদিন ভোরে ভোরে আবার ঢাকা গিয়ে কাজ সেরে এসেছি।

(চার)

তার ওয়াজ শোনার শখ। কাছেপিঠে কোথাও ওয়াজ হলে, রিকশায় করে নিয়ে যেতাম। সেই মাদরাসার পাশের কোনও বাড়িতে নিয়ে রাখতাম। ওয়াজ শেষ হলে দু'জনে আবার রিকশায় চড়ে ফিরতাম। উনি অন্য কারও ওয়াজ শুনতে পছন্দ করেন না। শুধু আমার ওয়াজই শুনেন। এজন্য প্রায় প্রতিটি ওয়াজই আমি তাকে উদ্দেশ্য করেই করতাম। কারণ, এই একজন মানুষের জন্যে আমি অনেক কিছুই করতে পারি। দূরে কোথাও

Scanned with CamScanner

ওয়াজ হলে, তাকে নিয়ে যেতে পারতাম না। তখন শ্রোতাদের অবস্থা বুঝে ওয়াজ করতাম। না না, আমরা নিজের খরচেই ওয়াজে যেতাম, আসতামও নিজের খরচে। আর ওয়াজ করে টাকা নেয়ার তো প্রশ্নই আসে না।

(পাঁচ)

গ্রামের মাদরাসা। বাবুর্চির সংকট লেগেই থাকে। উনি নিজেই তালিবে ইলমদের জন্যে রান্না-বান্না করে দিতেন। তারা বিকেলে খাওয়ার জন্য আমাদের জমির ধান দিয়ে মুড়ি ভেঙে দিতেন। ছোট ছোট ছাত্রদেরকে ঘরে ডেকে এনে নিজে বেড়ে খাওয়াতেন। নিজের সন্তানদের মতো করে।

(ছয়)

আমি মাদরাসা থেকে কোনো বেতন নিই না। এটা তিনি খুবই পছন্দ করতেন। তাই তিনি চেষ্টা করতেন, সংসারে দুটো পয়সা কীভাবে রোজগার করা যায়। তিনি চাটাই বানাতেন। নারকেল বিক্রি করতেন। লাউ বিক্রি করতেন। আরও কত কিছু যে তিনি করতেন। শুধু আমার জন্য ও মাদরাসার জন্য। মাদরাসার কোনো ছোট তালিবে ইলম অসুস্থ হলে, তিনি তাকে ঘরে আনিয়ে নিতেন। রাতদিন নিজের সন্তানের মতো সেবা-শুশ্রুষা করে সারিয়ে তুলতেন। তার কাছে নিজের সন্তান যেমন আদর পেত, মাদরাসার প্রতিটি তালিবে ইলমও তেমন আদর পেত।

(সাত)

সবাই বাপের বাড়িতে গেলে, নিজের স্বামী-সন্তানের জন্যে এটা-সেটা নিয়ে আসে। আর উনি স্বামী-সন্তানের পাশাপাশি মাদরাসার তালিবে ইলমদের জন্যও কিছু না কিছু নিয়ে আসতেন।

(আট)

মাদরাসা ছুটি হলে, সাধারণত ছাত্ররা বাড়িতে চলে যায়। কিন্তু আমাদের এখানে ব্যতিক্রম চিত্র দেখা যেত। ছাত্ররা বাড়ি যেতে চাইত না। তারা তাদের আম্মাজির কাছে থেকে যেতে চাইত। অনেক সময় জোর করে পাঠাতে হতো। গেলেও ছাত্ররা পড়ার কথা বলে দুয়েকদিন আগে চলে আসত। আম্মাজির কাছে দুটোদিন থাকবে বলে।

Scanned with CamScanner

(নয়)

আমি অসুস্থ হয়েছি, তিনি রাতটা ঘুমিয়ে কাটিয়েছেন, এমনটা কখনো হয়নি। তাকে যতই ঘুমুতে বলি, তিনি সেই একই উত্তর দিতেন:

-ঘুম না আসলে শুধু শুধু শুয়ে থেকে কী লাভ!

বসে বসে কখনো আমার মাথা টিপে দিতেন। কখনো হাতের মটকা ফুটিয়ে দিতেন। কখনো পা টিপে দিতেন। এমনটা অবশ্য প্রতি রাতেই করতেন। নিষেধ করলেও শুনতেন না। বলতেন:

-সারাদিন মাদরাসার কাজে কত দৌড়াদৌড়ি করেন। হাত-পা ব্যথা হয়ে যাবার কথা নয়? শরীরে ব্যথা থাকলে ঘুম আসবে? আরাম করে না ঘুমুতে পারলে আগামীকাল মাদরাসায় সবক পড়াবেন কী করে? এরপর আর কথা চলে না।

(দশ)

বছরের শেষদিকে মাদরাসার ভীষণ টানাটানি পড়ে যায়। হুজুরদের বেতন তো দূরের কথা, তালিবে ইলমদের দৈনিক খাবারের চাল কেনার টাকাও থাকে না। তখন উনি কোত্থেকে যেন একথোকা টাকা বের করে আমার হাতে দিতেন। বলতেন:

-এগুলো খরচ করুন। ইনশাআল্লাহ আল্লাহ বরকত দিবেন!

-তুমি এতটাকা কোথায় পেলে?

একবছর একরকম উত্তর হতো। কোনো বছর বলতেন, কানের দুলটা বিক্রি করে দিয়েছি। কোনো বার বলতেন, সারা বছর পেপে-নারকেল-মোস্তাকপাতা বিক্রি করে জমিয়েছি। বছরের শেষের দিকে কথা ভেবে।

(এগার)

সকালে রান্না করার তরকারি না থাকলে, পুকুরে জাল মারতে হতো। তাহাজ্জুদের ওজু করতে গেলে, উনি 'নুই' দিয়ে আসতেন। আমি জাল মারতাম, কিন্তু আমাকে জাল টেনে তুলতে দিতেন না। ঠান্ডা পানিতে

Scanned with CamScanner

আমার কষ্ট হবে তাই। তিনিই আস্তে আস্তে জাল তুলতেন। বেশ দক্ষতার সাথেই তিনি কাজটা করতে পারতেন। তার কথা ছিল:

-আপনি বাইরের কাজে সারাদিন কষ্ট করেন! ঘরে আপনার তেমন কোনো খায়-খেদমত করতে পারি না! বাইরের কষ্ট কমানোর সাধ্য আমার নেই, কিন্তু ঘরের কষ্ট কমানোর সাধ্য তো আমার আছে! আমার জাল যদি আপনারটার মতো সুন্দর করে গোল হয়ে পড়ত, তাহলে আপনাকে জাল মারার কষ্টটুকুও দিতাম না।

কথা বলতে বলতে হুজুরের গলাটা ধরে এলো। পরম কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত স্বরে বললেন,

-আমাদের নবীজি ঠিক কথাই বলে গেছেন। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ হলো; নেককার বিবি।

এমন ভর মজলিসেই তিনি বাকরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন,

-আল্লাহর বান্দি আল্লাহর কাছে চলে গেছেন। আমাকে একা রেখে। আমি বুড়া মানুষ! সারাজীবন তার সাথে থেকে, এখন একা একা কীভাবে থাকি! আপনারা সবাই তার জন্যে দুআ করবেন।

Scanned with CamScanner

তাবিজ নামের অলংকারটি

ফজরের আজানের আসসালাতু খাইরুম মিনান নাউম শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল আবদুল ওয়াহাবের। ঘুম থেকে উঠেই স্ত্রীকে নামাজের জন্য উঠতে বলে বিছানা ত্যাগ করল সে। জামাটা গায়ে চড়িয়েই চলে গেল মসজিদে। ঘর থেকে বেরিয়ে বেড়ার দরজাটা আবার লাগিয়ে দিলো। গতকাল ইমাম সাহেব বলেছিলেন, ফজর আর এশার নামাজ জামাতের সাথে পড়লে সারা রাত ইবাদাত করার সওয়াব পাওয়া যায়। তাই এই বিশাল নেকি হাত ছাড়া করতে চায় না সে।

আবদুল ওয়াহাব পেশায় একজন রিকশাচালক। কিন্তু, তাতে কি, তার মতো বড় মনের মানুষ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। তার বাকি বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে অবাক হয় সে। মানুষগুলোর অভিযোগের শেষ নেই। আজ এই সমস্যা তো কাল ওই সমস্যা। সমস্যার কথা তাদের মুখে লেগেই থাকে। কিন্তু সেদিক থেকে সে নিজেকে হাজার গুণ সুখী মনে করে। তার কথা হলো, দুনিয়ার সবচেয়ে সুখী মানুষের জীবনেও সমস্যা আসে। সমস্যা আসবেই। কিন্তু তা নিয়ে এত ব্যস্ত হবার কী আছে? আল্লাহ যে অবস্থায় তাকে রেখেছেন, তার চেয়ে খারাপ অবস্থায়ও তো মানুষ আছে। তার কথা হলো, সুখ হলো মনের ব্যাপার। সব মানুষেরই কম-বেশি সমস্যা থাকে। কিন্তু যে তার বর্তমান অবস্থা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে এবং আল্লাহর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে, সেই আসলে প্রকৃত সুখ অনুভব করতে পারে।

Scanned with CamScanner

প্রতিদিনই ফজরের পর মসজিদে বসেই কুরআন তিলাওয়াত করে আবদুল ওয়াহাব। সূর্য উঠলে বাড়ি ফিরে আসে। আজও তার ব্যতিক্রম হলো না। বাড়ি ফিরেই বউকে খাবার দিতে বলে। খাওয়া শেষে রিকশা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। সারাদিন অনেক বিচিত্র রকমের মানুষ তার রিকশায় উঠে।

এক প্যাসেঞ্জারকে নামিয়ে দিতে দাড়িয়েছে এক বাসার সামনে। সেখানেই রিকশার অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিল এক যুবক। ভাড়া আদায় পর্ব চুকাতেই, যুবকটি বলল, মামা যাবেন? -উঠেন।

যুবকটি রিকশায় চড়ে বসল। আবদুল ওয়াহাব রিকশা সামনে বাড়াল। যুবকটির দাড়ি দেখে আবদুল ওয়াহাবের খুব ভালো লাগল। আবদুল ওয়াহাবের নিজেরও দাড়ি আছে।

তাই দাড়িওয়ালা লোক দেখলেই বুকের মধ্যে কেমন যেন এক অন্য রকম ভালো লাগা কাজ করে তার। কিছুদূর যেতেই যুবকটি প্রশ্ন করল, মামা, নাম কি আপনার?

-আবদুল ওয়াহাব।

-বাসা কোথায়?

-এই তো, পাশের বস্তিতেই থাকি।

-অ! গাড়ি কি নিজের না ভাড়া?

-নিজের গাড়ি, মামা।

-আলহামদুলিল্লাহ, তাহলে তো ভালোই।

-জ্বি, আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ অনেক ভালা রাখছে।

-তা, মামা, সালাত পড়েন তো?

-হ্যাঁ, আলহামদুলিল্লাহ সবগুলাই পড়ি।

-আচ্ছা মামা, একটা প্রশ্ন করি?

-করেন।

-আপনার ডান হাতে ওটা কী? তাবিজ নাকি?

-জি মামা। ৭-৮ বছর আগে একবার জিনে ধরছিল। হের পর থেইক্যা এক হুজুর এটা পড়তে কইছে।

-তাই?

-হ। অনেক বড় হুজুর। আমাগো এলাকায় উনার অনেক নাম। সবাই অনেক সম্মান করে। অনেক দূর থাইকা লোকজন আসে উনার কাছে।

Scanned with CamScanner

-আপনি ৭-৮ বছর ধরে এটা পরেন?

-হ। বুঝছেন মামা, হুজুর বিশাল আল্লাহর অলি। সবসময় সুন্নতের ওপর থাকেন।

যুবকটি বিশাল একটা নিশ্বাস ছাড়ল। যেন হতাশা আর ক্ষোভ বেরিয়ে আসছে ভেতর থেকে। নীরবতা ভেঙ্গে আবার কথা শুরু করল।

-আচ্ছা, মামা, আপনাকে একটা প্রশ্ন করি?

-বলেন মামা।

-মামা, আল্লাহর নবি কি তাবিজ ব্যবহার করতেন?

আবদুল ওয়াহাব পেছনে ফিরে একবার যুবকের দিকে তাকালো। চোখমুখ ভরা বিস্ময় তার। তারপর সামনের দিকে ফিরে বলতে শুরু করল,

-আমি কি আর আলেম, মামা? হুজুররা যেহেতু দেয়, তাহলে মনে হয় পরত।

-হুম! মামা, আল্লাহর রসুল যাই করতেন, হুজুররা কি তাই করে?

-তাই তো হবার কথা, মামা। কারণ, কুরআন-হাদিস নিয়া তো হুজুররাই ঘাটাঘাটি করে।

-আচ্ছা, মামা, কোনো সাহাবি কি তাবিজ ঝুলাতো?

-এত কথা আমারে না জিগাইয়া হুজুরগো জিগান। আমি কি আলেম নাকি? (কিছুটা বিরক্ত মনে হলো আবদুল ওয়াহাবকে)

-মামা, রাগ করলেন নাকি?

-না মামা, রাগ করার কী আছে? আমি তো আর আলেম না, মামা। আমারে এগুলা জিগাইয়া কী হইব?

-মামা, আপনি কি জানেন, আল্লাহর নবির আচরণ তাবিজের ব্যাপারে কেমন ছিল?

-বলেন মামা, আমি মুখ্য-সুখ্য মানুষ, কিছুই জানি না।

-আল্লাহর নবি এগুলোকে শিরক বলেছেন।

এইডা কি কইলেন মামা? সত্যি?!

-হ্যাঁ, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি তাবিজ লটকালো সে শিরক করল।

-কই পাইলেন এটা?

-হাদিসে আছে। মুসনাদে আহমাদ ৪/১৫৬!

-কন কি মামা???

Scanned with CamScanner

-আরও শুনবেন?

-বলেন।

-যে ব্যক্তি কোনো জিনিষ লটকাবে, তাকে ঐ জিনিষের দিকেই সোপর্দ করে দেয়া হবে। আর এটা আছে সহিহুত তিরমিযী, হাদিস নং- ২০৭২তে।

-তাহলে, এত বড় বড় হুজুররা যে দেয়? তারা কি এসব জানে না?

-মামা, আল্লাহই ভালো জানেন, তারা কি এই কথাগুলো জেনে এমন কাজ করছে, নাকি না জেনেই করছে।

-কিন্তু, আপনি শার্ট-পেন্ট পরা যুবক বয়সী পোলাপান, আর কই বড় হুজুর। আমি আপনের কথা কেন মানুম।

-আমি তো মামা, আমার কথা বলছি না। আমি রসুল ﷺ-এর কথা আপনাকে বলছি।

-হুম! তাও ঠিক বলছেন মামা। কিন্তু আমরা আমরাই যদি নিজে নিজে ইসলাম বুঝতে শুরু করি, তা হইলে তো ঝামেলা বাইধা যাইব। সবাই দুই কলম পইড়া নিজেরটা নিয়ে লাফালাফি শুরু করব। তখন তো আরও বিপদ।

-এটা মামা খুব দামি কথা বলছেন। আমরা সবাই আলেম হতে পারব না। কিন্তু সবার একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। অন্তত শিরক-তাওহিদ তো বুঝতে হবেই।

-তা ঠিক আছে। কিন্তু, তাই বলে এত বড় বড় হুজুর কিনা এই হাদিসই জানবে না, তা কেমনে হয়। তার কাছে যে প্রতিদিন এত মানুষ আসে, তাহলে কি তারাও জানে না?

-হয়ত জানে না।

-কিন্তু মামা, এমনও কি হওয়া সম্ভব? একত্রে এতগুলান মানুষ শিরক কইরা যাইব আর কেউ একবার খুইজাও দেখব না কোনটা ঠিক আর কোনটা ভুল? আর কেবল আপনি একাই ওই হাদিস খুইজা পাইলেন!?

-মামা, আপনি কি খুঁজে দেখেছিলেন?

-না মামা, আমি কি আর পড়া-লেখা জানি?

-হয়ত আপনার মতো বাকিরাও দেখেনি।

-কিন্তু তাই বলে এত মানুষ?

-সুরা ইউসুফে ১০৬ নং আয়াতে আল্লাহ যা বলেছেন শুনলে তো গায়ের লোম দাঁড়ায় যাবে মামা।

Scanned with CamScanner